শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ দাবি

১৫ সেপ্টেম্বর থেকে টানা কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গতকাল শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি - আমাদের সময়

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা অন্তর্বর্তী সরকারকে এক মাসের আলটিমেটাম দিয়েছেন। এ সময়সীমার মধ্যে দাবি বাস্তবায়নে ‘দৃশ্যমান ও যৌক্তিক’ পদক্ষেপ না নিলে ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের সব এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন তারা। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত মহাসমাবেশ থেকে গতকাল বুধবার বিকালে এই ঘোষণা দেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের নেতারা। এর আগে দুপুরে ১০ সদস্যের শিক্ষক প্রতিনিধি দল সচিবালয়ে গিয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরারের সঙ্গে বৈঠক করেন।

জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজীজী বলেন, ‘আমাদের দাবি যৌক্তিক, এটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও স্বীকার করেছে। তবু তারা গড়িমসি করছে। আমরা ৩০ দিন সময় দিচ্ছি। এরপর ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে টানা কর্মবিরতিতে যাব।’

শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক ঃ এদিন দুপুর দেড়টার দিকে জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে সচিবালয়ে যান ১০ শিক্ষক নেতা। বৈঠকে শিক্ষা উপদেষ্টা জানান, এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সর্বজনীন বদলির জন্য ৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর সভাপতি হয়েছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপ-সচিব মো. মিজানুর রহমান এবং সদস্য সচিব মাধ্যমিক-২ শাখার উপসচিব সাইয়েদ এ জেড মোরশেদ আলী।

বৈঠকে শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রস্তাবনা চেয়েছে। শিক্ষকরা জানান, তারা আলোচনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা দেবেন। শিক্ষা উপদেষ্টা আশ্বাস দিয়েছেন, যৌক্তিক দাবি ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে।

সমাবেশ ও সড়ক পরিস্থিতি ঃ সকাল ১০টা থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শুরু হয় মহাসমাবেশ। এতে দেশের ৬৪ জেলার কয়েক হাজার শিক্ষক অংশ নেন। এ কারণে পল্টন থেকে হাইকোর্ট এবং শাহবাগ অভিমুখী সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়।

প্রথমে দুপুর ২টার দিকে সচিবালয় অভিমুখে পদযাত্রার পরিকল্পনা থাকলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বৈঠকের আহ্বান পাওয়ায় শিক্ষকরা তা স্থগিত করেন। বৈঠক ফলপ্রসূ হওয়ায় বিকালে সমাবেশ শেষ করে শিক্ষকরা নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে যান।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়- দেশে বর্তমানে ২৬ হাজার ৪৪৭টি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩ লাখ ৮০ হাজার শিক্ষক এবং ১ লাখ ৭৭ হাজার কর্মচারী কর্মরত আছেন। এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারীর ভবিষ্যৎ এখন সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে।